REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা আশ্বিন বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 21st September 1927. | ১৯শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র;

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৶০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মুল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

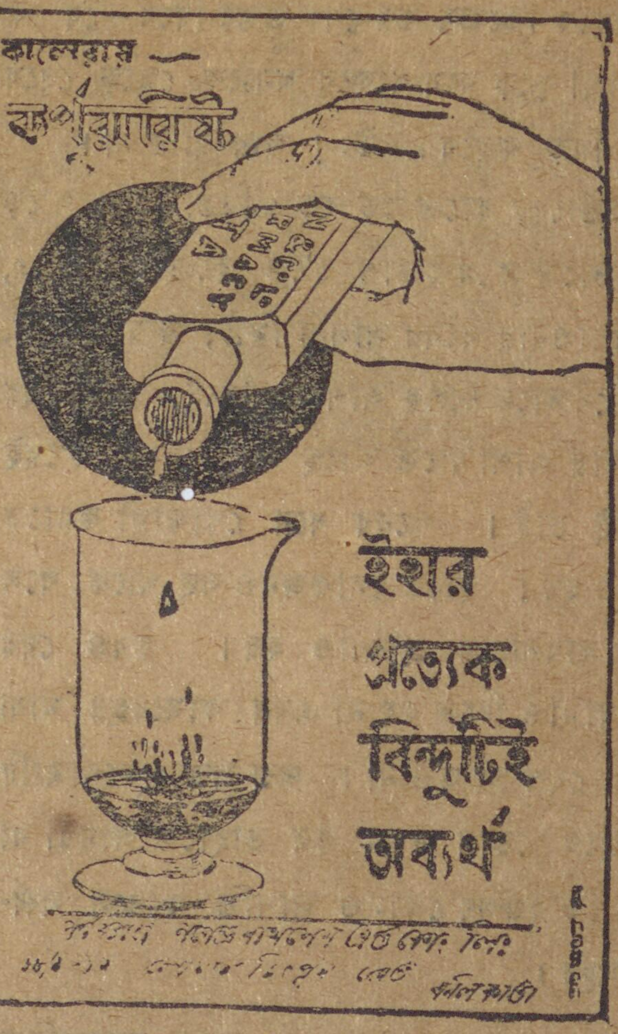

কর্পূরারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মুল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা আশ্বিন বুধবার ১৩৩৪ সাল।

কাণ্ডারী! হুসিয়ার!

বহুদিন হ'তে আমাদের দেশে একটী প্রবচন প্রচলিত আছে—

নগণ্যস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃস্যাৎ মুখরস্তত্র হন্যতে।

বাংলাতেও বলে--

আগে হাঁটা, প্রসাদ বাঁটা,
প্রদীপ উস্‌কো, পাঁঠা কাটা,
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রসুয়ে বামুন,
কোন কাজে যশ পায়না এই কয় জন।

এই প্রবচনই চলতি আছে কিন্তু সমস্ত কর্ম্মেই অগ্রণী না হ'লেও চলে না। দেশাত্মবোধেই হউক আর বাহ্যিক নিঃস্বার্থ আর আভ্যন্তরিক স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়েই হউক সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই অগ্রগামী সর্দ্দারের অভাব নাই। সকলের কথা বলার স্পর্দ্ধা আমরা রাখিনা। তবুও শতকরা নব্বই জনই যে যশ বা ধনপ্রার্থী হ'য়ে এই সব কর্ম্মপ্রার্থী হন একথা বললে বোধ হয় নরকস্থ হ'তে হবে না। অনেক কর্ত্তাই আপশোষ করেন যে বিনা বেতনে নিজের কাজ ক্ষতি ক'রে দশের সেবা করি তা'ও নাম পাই না। বলি এই সব thankless task নেবার প্রবৃত্তিরও তো নিবৃত্তি নাই। যারা এঁদের ত্যাগের মহিমা বুঝতে না পেরে নিন্দা ক'রে তাদের অপরাধ খুব গুরুতর সন্দেহ নাই। এই সব দেশহিতব্রতাবলম্বীগণকে আমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিচ্ছি যে এ সব যে আপনাদের স্বকৃত বিপদ। ওগো! তোমাদের এ কাজ করতেই হবে, না করলে আর তোমার জুরী নাই, 'তোমারই তুলনা তুমি এই মহীমণ্ডলে,' অতএব একাজ লও, ধর, নিয়ে আমাদের অকূলে কূল দাও—বলে' কেও মাথার দিব্বিও তো দেয় নি। নিজেই দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে যোগ্যতার ভোট নিয়ে তবে এই দেববাঞ্ছিত পদ নিয়েছ। এযে তোমার বিধবার একাদশী—করলে পুণ্যি নাই না করলে পাপ। আত্মাকে জিজ্ঞেস কর সেই উত্তর দিবে—যে কে দোষী। জায়গা জুড়ে বসে থাকবে অন্যকে ছেড়ে দেবে না আর বিড়্ বিড়্ করবে। উঃ! আর পারি না।

এই সব কর্ত্তাদের হাতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি প'ড়ে যে ফল হচ্ছে তাতে ক্রমে হতাশ হ'তে হচ্ছে। টি, এ, ইত্যাদি উপরিপাওনার ধনের লালসা মিটে, রায় সাহেবী, রায় বাহাদুরী খেতাবে যশের আশাও মিটে, একাধারে যশ ও ধন পাবার আশা যাতে আছে তা' যেমন ক'রেই হউক নেওয়াই চাই। পরের ধনে পোদ্দারী করাতে হাতের সার্থকও হয়। হাতে লোকজনও বহু থাকে বলে নিজের অন্য ব্যবসায়ের সুবিধাও হয়। দুধও দেয় গোবরও হয়, দানাও দিতে হয় না এমন কামধেনুর মায়া ছাড়া কঠিন। বেশ ছাড়িও না। জন্ম জন্ম পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল কর তাহাতে আমরা বা আমাদের স্থলাভিষিক্তগণ কোনও আপত্তি করিলে সর্ব্বতোভাবে নামঞ্জুর।

৺ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের গঙ্গালাভ দেখে সময়োচিত নিবেদন করি--দেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব কেঁপে উঠেছে। নিরাপদ ভেবে যারা পরহস্তগতং ধনং করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি সেই সব নিরীহ প্রাণীর যথাসর্ব্বস্ব তোমাদের হাতে। যেন 'ফাটে ফোটে ধোপার কি?' ভেবে এই সব বেচারাদের ডুবিও না। যে নৌকার হাল ধ'রে আছ 'এক্‌সিডেন্টের' কৈফিয়ৎ দিয়ে তাদের ধনে প্রাণে ডুবা'ওনা। তাই বলি—ওহে কাণ্ডারী! হুসিয়ার!

ফরিদপুর স্কুলের ব্যাপার।

ফরিদপুর স্কুলের ব্যাপার ক্রমেই অনেক দূর গড়াইতেছে। ফরিদপুরের ঈশান স্কুলের হেড মাষ্টারের নামে এই অভিযোগ রটে যে, তিনি একজন ছাত্রের প্রেমে পড়িয়াছেন। হেডমাষ্টার বলেন স্কুলের শিক্ষকেরা সকলে চক্রান্ত করিয়া এই অভিযোগ তাঁহার উপর চাপাইয়াছেন। যাহা হউক তদন্তের ফলে হেডমাষ্টারের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্কুল কমিটি দেখিলেন যে হেডমাষ্টারের নামে এমন একটা দুর্ণাম রটিয়াছে, তাঁহাকে আর সে স্কুলের হেডমাষ্টার রাখা সম্ভব নয়, তাঁহারা হেড মাষ্টারকে কাজ ছাড়িয়া দিতে বলেন। কিন্তু হেডমাষ্টার নাছোড়বান্দা, তিনি কাজ ছাড়িবেন না। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই মত প্রকাশ করেন যে, হেডমাষ্টারের পক্ষে এই স্কুলে থাকা সম্ভব নয়, তাহার ফলে স্কুলটিরই সর্ব্বনাশ হইবে। যে স্কুলের সকল শিক্ষকেরা হেডমাষ্টার মহাশয়ের বিরোধী, শুধু তাহাই নহে, তাঁহার উপর এত চটা যে, তাঁহার নামে অতি কদর্য্য অভিযোগও আরোপিত হয়, যে কারণেই হউক যে হেডমাষ্টার এতটা অপ্রিয়, তাঁহার পক্ষে সেই সব শিক্ষক এবং সেই সব ছাত্র লইয়া ঐ স্কুলে কাজ করা অসম্ভব। যাঁহারা স্কুলের শিক্ষকতা করিবেন তাঁহারা ঐরূপ অভিযোগের সংস্রবের সন্দেহেরও অতীত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের জিদ।

ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্কুল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। তিনি তদন্ত করিয়া দেখিলেন যে, হেডমাষ্টারের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ তিনি পাইলেন না। অমনই হুজুর এই হুকুম করিলেন যে, হেডমাষ্টারকে স্কুলে রাখিতেই হইবে। স্কুল কমিটী স্কুলের স্বার্থের দিকে চাহিয়া সে রায়ে সায় দিতে পারিলেন না, আর যাবে কোথা, হুজুরের মর্জ্জির ফলে স্কুল ইনস্পেক্টার স্কুলের অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই বিচারের মাহাত্ম্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না, শিক্ষকেরা সকলেই ভদ্রসন্তান তাঁহারা সকলেই একযোগে একটা ঘৃণিত মিথ্যা বলিয়াছেন আর ঐরূপ একটা মিথ্যা কথা, ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াই বা কি করিয়া মনে করিলেন, আমরা বুঝি না। আর স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট তিনি ঐরূপ দুর্ণাম যাহার রটিয়াছে, যে কারণেই হউক তাঁহাকে সেই স্কুলে হেডমাষ্টার রাখিলে স্কুলের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, এটুকুও কি তিনি তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না।

বিধবা বিবাহে মহাত্মা।

মহাত্মা গান্ধী মান্দ্রাজের ছাত্রগণকে শুধু বিধবাই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। মহাত্মা বালবিধবাগণকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন বোধ হয়। অতি অল্প বয়সে অজ্ঞান অবস্থায় যে সব বালিকা বিধবা হয় তাহাদের পক্ষে বিধবার উচ্চ আদর্শ বা মহৎ কর্ত্তব্য বোঝা দুর্ব্বহ—তেমন বিধবার জন্য বিধবা বিবাহ অবশ্যই কর্ত্তব্য। তবে দেশাচার ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া বাল বিধবাদের মধ্যেও যাহারা পুনর্ব্বিবাহ করিতে রাজী নহেন তাহাদের জোর করিয়া বিবাহ কেহ দিতে চাহে না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলেই কুমারী বিবাহ উঠিয়া যাইবে এমন মনে করাও ভুল। বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন বাল্য বিবাহ যথাসম্ভব বন্ধ করা। বাল্য বিবাহ বন্ধ হইলেই বাল বিধবার প্রশ্ন থাকিবে না, বিধবার বিবাহ সামাজিক হিসাবে বন্ধ—ইহা হইতে সমাজে নানা অত্যাচার আসিয়াছে—সমাজকে ধ্বংসমুখী করিয়াছে—বর্ত্তমানে ইহা সমাজ সমস্যার সঙ্গে দেশ সমস্যা ও হিন্দুর জীবন মরণ সমস্যা রূপেও পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সামাজিকের কর্ত্তব্য হিসাবে ইহার সুসমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য। জোর করিয়া ঘরে ঘরে আদর্শ সৃষ্টি করা সম্ভব নহে—তবে আদর্শ বিধবা চিরপূজ্যা এবং তেমন আদর্শ বিধবা বিবাহ সামাজিকভাবে প্রবর্ত্তন হইলেই যে লোপ পাইবে ইহা মনে করাও ভুল। কচি খুকীকে বিধবা সাজাইয়া লাভ নাই--তাই সামাজিকগণ বাল বিধবা যাহাতে না হয় বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া আগে সেই ব্যবস্থা করুন।

সুসংবাদ।

এতদিনে বাঙ্গালার গৌরব "বঙ্গলক্ষ্মীর" রক্ষার উপায় পাইল। ভট্টাচার্য্য কোম্পানী মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হইলেন। লেখাপড়া সমস্তই হইয়া গিয়াছে। গত শুক্রবার শুভ ত্রয়োদশীর দিনে তাঁহারা দুই ঘণ্টাকাল মিল চালাইয়াছিলেন। গত রবিবার হইতে ইঁহারা পূর্ণভাবে মিল চালাইতেছেন। আশা করি "বঙ্গলক্ষ্মীর" বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া ইঁহারা মিলটির উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবেন।

দেশবন্ধুর চিত্র উন্মোচন।

গত ৯ই তারিখে মান্দ্রাজ মহাজন সভাতে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের একখানা চিত্র উন্মোচন কালে মহাত্মা গান্ধী একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুতে ভারত একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হারাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের মুক্তিদাতাদের অন্যতমরূপে চিরদিন দেশবন্ধুর কথা দেশের লোক স্মরণ করিবে।

নিবেদন।

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর মুন্‌সেফী আদালতের ডিক্রীজারী দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি নীলামের জন্য "জঙ্গিপুর সংবাদে" বিজ্ঞাপনদাতাগণকে অবগত ও অনুরোধ করা যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার জজ সাহেব বাহাদুরের আদেশ ক্রমে নীলামের তারিখের একমাস পূর্ব্বে উক্ত সংবাদ পত্রে জঙ্গিপুর মুন্‌সেফী আদালতের নীলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু সে আদেশ কতদূর প্রতিপালিত হয় তাহা আলোচনা করা আমাদের অধিকার বহির্ভূত। আমরা যখন যে নম্বর নীলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশের খরচা পাই তার পর সপ্তাহে প্রকাশ করিয়া আমাদের দায়িত্ব শেষ করি। আগামী

সপ্তাহের কাগজ বাহির হইয়া আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ হইবে। পুনরায় ২৬শে অক্‌টোবর কাগজ বাহির হইবে। আদালত খোলার দিন নীলামের দিন ধার্য্য হইয়াছে। পূজার বন্ধের সময় নীলামের বিজ্ঞাপন কাগজ বন্ধ থাকার জন্য প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং পক্ষগণ আগামী অক্‌টোবরের নীলামের বিজ্ঞাপনের খরচা আদালত বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে "জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়ে দিয়া রসিদ গ্রহণ করিবেন। নচেৎ যথাসময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না। জ্ঞাতার্থে নিবেদন—

২১শে সেপ্‌টেম্বর, ১৯২৭।

বিনীত—
কার্য্যাধ্যক্ষ
"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়।

নোটিশ।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা মোকামে আমাদিগের ৩ ভ্রাতা (১) শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ, (২) শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, (৩) শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের যে এজমালি মিষ্টান্নের কারবার প্রচলিত আছে অদ্য হইতে আমার বিনানুমতিতে উক্ত কারবারের জন্য কেহ কোন টাকা বা মাল ধার দিলে আমি তাহার জন্য কোনরূপ দায়ী হইব না এবং এতদ্বারা ইহাও জানান যাইতেছে যে যে সমস্ত ব্যক্তির নিকট উক্ত কারবারের টাকা পাওনা আছে তাহা আমার সম্মতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও আদায় দিলে আমি তাহা মজুরা দিতে বাধ্য হইব না। ইতি ২১।৯।২৭

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ,
জনৈক অংশীদার।
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ।

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

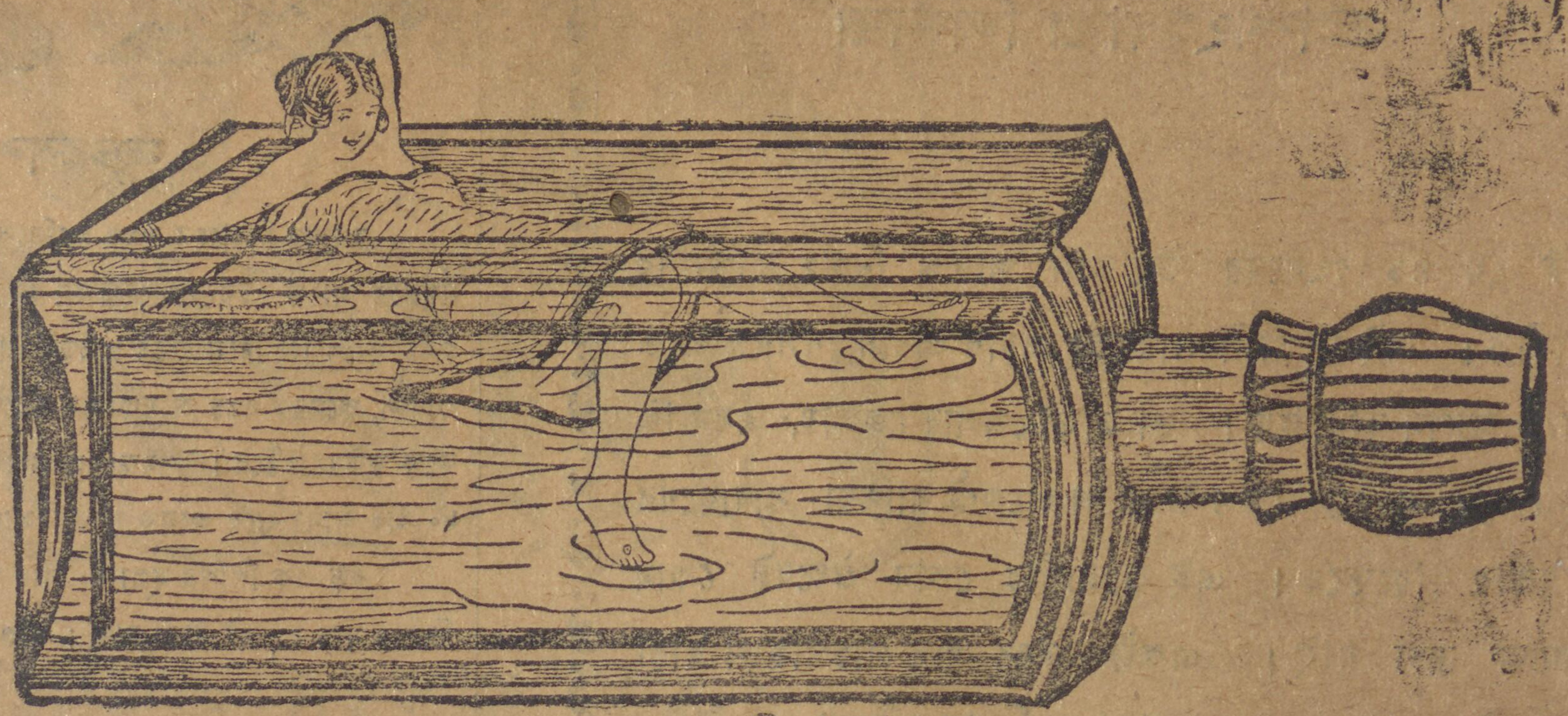

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

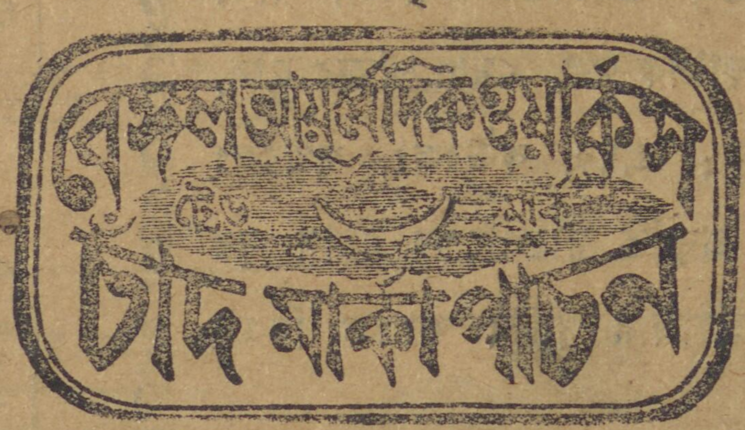

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ॥০ আনা।] [প্রতি শিশি ॥০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

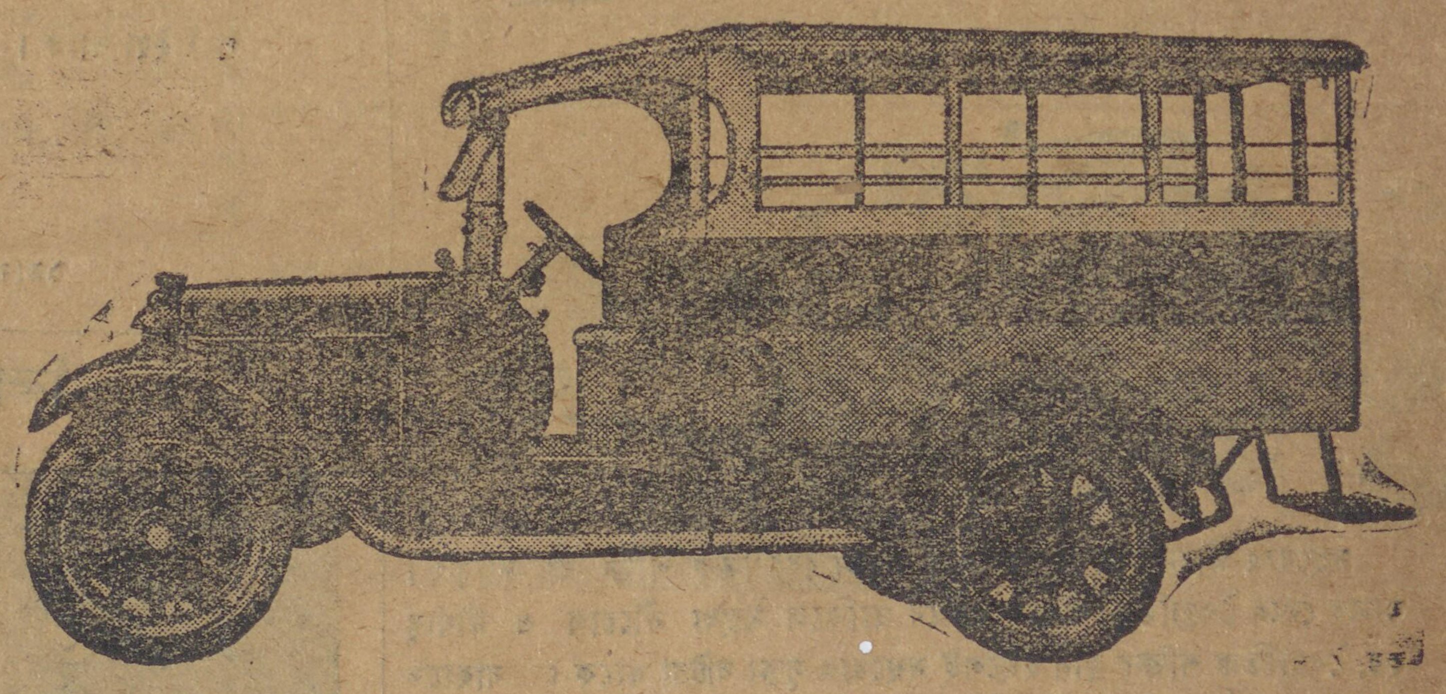

সু-সংবাদ! সু-সংবাদ! সু-সংবাদ!

আর ভাবিতেছেন কেন?
ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল।
অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়, সামান্য পুঁজিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা,
সখ মিটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, মোটর লরি।

ফোর্ড, চেভরলেট এবং ডজ ব্রাদার্সের
যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেণ্টস,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেণ্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুন:— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বল্পরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন্

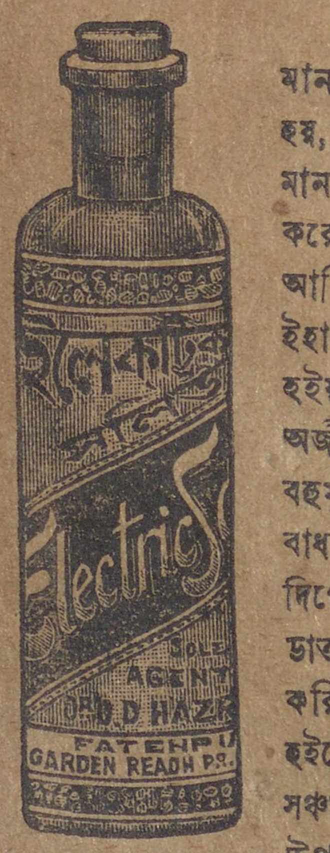

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য।

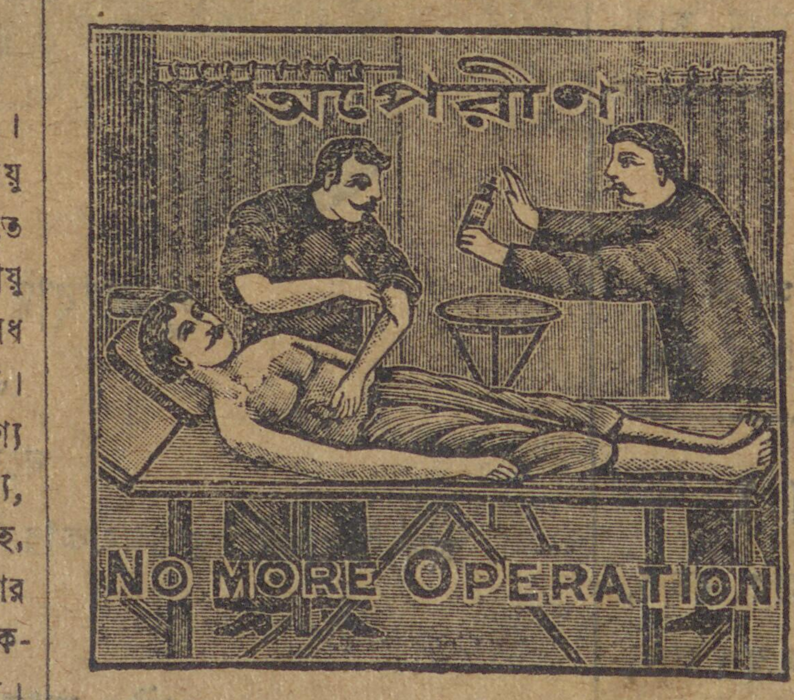

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।